দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19-AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

25

গাজীপুর পোড়াবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষার জন্য খাদ্য ঃ একটি সরেজমিন প্রতিবেদন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'ওরা গম পায় আমরা কেন পাই না?' স্কুলের কোমলমতি ছাত্রদের মনে এই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে যারা গম পায় আর যারা পায় না এই দুই পক্ষের মধ্যে দেয়াল তৈরি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান। বিদ্যালয়টি সদর থানায় কাউলতিয়া ইউ-নিয়নে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়সহ ইউ-নিয়নের আরো ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

ফজলুর রহমান আরেকটি প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন। পার্শ্ববর্তী সাবেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা প্রকল্পের বাইরে থাকায় এর এবতেদায়ী শাখার অনেকেই পোড়া-বাড়ী বিদ্যালয়ে চলে এসেছে এবং বাকি-রাও তাদের ভর্তি করে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু বিদ্যালয় ভবনটি ছোট হওয়ায় তাদের নেয়া যাচ্ছে না। সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৫৭,৯৬৯টি এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ২২,১১৪টি।

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' প্রকল্পের দু'টি বিদ্যালয়ের বর্তমান হাল সরেজমিন দেখানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গতকাল সাংবাদিকদের গাজীপুর নিয়ে যায়।

কাউলতিয়ায় সালনা বিদ্যালয়ে গতকাল গম বিতরণ করা হয়। মহিলা এবং পুরুষরা বস্তা হাতে দুই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। যারা গম পেয়েছেন তারা জানান, নিয়মানুযায়ী কেউ ১৫ কেজি, কেউ ৩০ কেজি গম পেয়েছে। লাইনের পাশে দাঁড়ানো বিধবা মহিলা হালিমা খাতুন জানালেন ঃ তিনি এ পর্যন্ত কোন গম পাননি। তার এক মেয়ে প্রাথম শ্রেণীতে এবং এক ছেলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দিনমজুর শমসের আলী বলেন, তার মেয়ে তসলিমা খাতুন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু তিনি এখনও গম পাননি। আরেক দিনমজুর বছিরউদ্দিনের একই অভিযোগ। আরেকজন বিধবা জানালেন, তিনি নিয়মিত ৩ কেজি করে দুই মেয়ের জন্য মাসে ৬ কেজি গম পান। অথচ তার ৩০ কেজি গম পাওয়ার কথা। হাতেঘড়ি পরে গমের বস্তার ওপর বসে থাকা একজনকে প্রশ্ন করে জানা গেল তিনি চাকরি করেন এবং তার একটি মেয়ে স্কুলে পড়ে। তিনিও ১৫ কেজি গম পেয়েছেন।

এসব বিষয়ে থানা শিক্ষা অফিসার মর্তুজা আহমেদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নতুন প্রকল্প হওয়ায় এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। প্রথম শ্রেণীতে গম পাওয়ার উপযুক্তদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জনকে দেয়া হয় বলে অনেকেই বাদ পড়ে। উপস্থিতির হার ৮৫ শতাংশের কম হওয়ায় বাদ পড়ে। প্রথম জরিপে যারা বাদ পড়েছে নতুন জরিপ না হওয়া পর্যন্ত তাদের তালিকাভুক্ত করার সুযোগ নেই। এই প্রকল্পের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন গুণগত পরিবর্তন লক্ষণীয় না হলেও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।